দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 2 8 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২ ...

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

34

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন

কোন দলকে উৎখাত করতে আসিনি কাউকে প্রতিষ্ঠিত করবো না

॥ আবদুস সালাম খান/ আকমল হোসেন ॥

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) ঃ ছাত্র আন্দোলন, অসন্তোষ, সহিংসতার মুখে ডঃ এম, এ হামিদের বিদায়ের পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে হাল ধরতে এসেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক প্রধান ডঃ ইনাম-উল-হক। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এতিমদশা আপাতত ঘুচেছে, কিন্তু সামনে রয়েছে এখন অনেক বাধাবিপত্তি, সমস্যার দেয়াল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের হাতে নিজ পুত্র নিহত হবার কিছুদিন পরই ডঃ ইনাম-উল-হক মতাদর্শগত বিরোধে ভারাক্রান্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে একটি ছাত্র সংগঠনের ফুঁসে ওঠার আশংকা অমূলক নয়। নতুন ভিসি ইতিমধ্যেই হোঁচট খেয়েছেন। এই আদর্শগত বিরোধপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে তার স্ত্রী পুত্রের সায় মেলেনি। তবুও চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছেন।

গত সপ্তাহে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেষ্ট হাউসে ডঃ ইনাম-উল-হক 'সংবাদ' প্রতিনিধির সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে খোলামেলা আলাপ করেন।

নতুন ভিসি বলেছেন, তার সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। তিনি এখানে এসেই ছাত্র সংগঠন, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেছেন। শিক্ষকদের সাথেও বৈঠক করেছেন। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হয়েছে আড়াই মাস।

উপাচার্য ডঃ ইনাম-উল-হক দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তিনি কোন দলকে উৎখাত করতে আসেননি অথবা কোন দলের প্রতিষ্ঠাও করবেন না। কারো প্রতিশোধ নেয়া তার লক্ষ্য নয়। এখানে কোন মতাদর্শগত প্রাধান্য থাকবে না। 'মেজর-মাইনর' ইস্যু নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব রাখা হবে না। ইসলামীকরণ বা সার্বজনীনকরণও মূল বিষয় নয়। একটাই লক্ষ্য, এখান থেকে স্কলার তৈরি করতে হবে।

উপাচার্য হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ থাকতে পারে; কিন্তু তা কোনক্রমেই ক্লাসরুমে বা পরীক্ষার খাতায় প্রভাব ফেলতে দেয়া যাবে না। ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে এখানে সবাই সমান। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিকাশ, খেলাধুলা, ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে। তিনিসবই পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।

ডঃ ইনাম-উল-হক উল্লেখ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'ধরনের নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে। রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার জন্য পুলিশ দরকার হবে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা রোধে শিক্ষকরাই প্রধান অস্ত্র। 'খুটি' যদি শক্ত হয় তাহলে সবই ঠিক হয়ে যাবে। খুটির জোর থাকলে প্রক্টোরাল বডি ঠিকমত কাজ করতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেছেন, আড়াই মাস 'রিভিউ' করার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। প্রয়োজনে আরও সময়সীমা বাড়ানো হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক সমস্যা বাড়াতে দেয়া যাবে না। তার সামনে অনেক কাজ রয়েছে। এখানে কিছুই নেই, প্রফেসর নেই, একাডেমিক বিল্ডিং নেই, ট্রেজারার নেই, কন্ট্রোলার অফ একাউন্টস নেই, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদ খালি। খোঁজ-খবর করেও ট্রেজারার পাওয়া যাচ্ছে না। কেউই এখানে আসতে চান না।

উপাচার্য জানিয়েছেন, এ বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান খোলা হবে। অভিজ্ঞ শিক্ষক সংকট রয়েছে, বৃটিশ কাউন্সিল সহযোগিতা দেবে। ক্লিনিক্যাল স' পড়াবার জন্য ফোর্ড ফাউন্ডেশন সাহায্য করতে চেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ওপর তাকর্য তৈরিও করা হবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিষয় সম্বন্ধে উপাচার্য বলেছেন, এখানে বরাদ্দ কম, চাহিদা বেশি। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক থেকে সিংহভাগ মঞ্জুরি আসে। তাই বলে তাদের দয়ার ওপরও বিশ্ববিদ্যালয়কে ছেড়ে দেয়া যায়না। এজন্য সরকারি মঞ্জুরি বাড়াতে হবে।